দেশে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে বিএনপি সরকার দরকার

আলমডাঙ্গায় বিভিন্ন স্থানে পথসভা ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, শামসুজ্জামান দুদু। বিএনপি এখনো কাউকে নমিনেশন দেয়নি। তবে ধানের শীষের পক্ষে মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। তিনি বলেন, “বিএনপি সরকার গঠন করলে তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন।”

গতকাল বুধবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ভালাইপুর, আসমানখালী, হারদি ইউনিয়ন বিএনপি’র উদ্যোগে আয়োজিত পৃথক এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং গ্রামীণ জনতার ব্যাপক উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ সভায় শামসুজ্জামান দুদু বলেন, “চুয়াডাঙ্গা ও আলমডাঙ্গা অঞ্চলে এখনো অনেক সমস্যা বিরাজ করছে। আমি বিগত দুইবার এ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। জনগণের উন্নয়নে কাজ করেছি। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থেকে শুধু দুর্নীতি আর লুটপাট করেছে।”

তিনি অভিযোগ করেন, “আওয়ামী লীগ সরকার দেশের প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। সেই টাকা ফেরত আনা এবং দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠন করতে হলে বিএনপি’র সরকার গঠন করা ছাড়া বিকল্প নেই।”

আওয়ামী লীগকে তীব্র সমালোচনা করে বিএনপি’র এই নেতা আরও বলেন, “আওয়ামী লীগ কত বড় চোরের দল, তা শেখ হাসিনা গত ১৬-১৭ বছর ক্ষমতায় থেকে প্রমাণ করেছে। দেশের মানুষ আজ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত। গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। তাই মানুষের মুক্তি ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।”

সমাবেশের শেষে শামসুজ্জামান দুদু নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “আগামী নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। মানুষ যদি স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে, তবে ধানের শীষের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না।”

সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক এ্যাড: ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, শহিদুল ইসলাম রতন, এ্যাড: শামিম রেজা ডালিম, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি শহিদুল কাওনাইন টিলু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, জেহালা ইউনিয়ন সাবেক চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম, বুরহান উদ্দিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আশরাফ বিশ্বাস মিল্টু, সহ-সভাপতি মাগরিবুর রহমান প্রমুখ।

গাংনী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সনদ ও অর্থ আত্মসাতের তদন্ত

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অভিযান চালিয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর বিরুদ্ধে ভুয়া শিক্ষাগত সনদ ও বয়স জালিয়াতি করে পদে বহাল থাকার অভিযোগসহ অর্থ আত্মসাতের প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে বলে জানিয়েছেন অভিযানে অংশ নেওয়া কর্মকর্তারা।

আজ মঙ্গলবার (২৪ জুন) দুপুর ১২টার দিকে দুদক কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক বুলবুল আহমেদের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানের সময় কলেজের বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখেন দুদক কর্মকর্তারা।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী ভুয়া সার্টিফিকেট ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে অধ্যক্ষ পদে বহাল রয়েছেন। এছাড়া কলেজের বিভিন্ন ফান্ডের টাকা অনিয়মের মাধ্যমে আত্মসাৎ করারও অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে তদন্ত চালাতে কলেজে যায় দুদকের একটি দল। অভিযান চলাকালে অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী কলেজে উপস্থিত ছিলেন না। তবে অভিযানের সময় কলেজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং অনেক শিক্ষক-কর্মচারী দুদক কর্মকর্তাদের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেন বলে জানান তারা।

দুদকের সহকারী পরিচালক বুলবুল আহমেদ বলেন, “আমরা কমিশনের আদেশে গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে অভিযান পরিচালনা করেছি। কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর বিরুদ্ধে জন্ম সনদ, সার্টিফিকেট জালিয়াতি ও কলেজের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। অধ্যক্ষ ছুটিতে থাকায় আজ তাঁকে কলেজে পাইনি। তবে আমরা সমস্ত কাগজপত্র চেয়েছি। কিছু হিসাব চেয়েছি, যেগুলো তিনি দিতে পারেননি, পরে দিবেন বলে জানিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে অর্থ আত্মসাতের সত্যতা মিলেছে। পরবর্তীতে কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

ঝিনাইদহে শ্রমিক ইউনিয়নের অর্থ প্রদান

ঝিনাইদহে জেলা ট্রাক-ট্রাক্টর, কভার্ড ভ্যান ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে মৃত সদস্যদের পরিবারেরমাঝে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। সোমবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যালয়েএই অনুদানের নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

জেলা ট্রাক-ট্রাক্টর,কভার্ড ভ্যান ট্যাংকলরি শ্রমিকইউনিয়নের সভাপতি মো. মাসুদ রানার সভাপতিত্বে জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এম এমজিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের মৃত সদস্যদের পরিবারের সদস্যদের হাতে অনুদানের নগদ অর্থ তুলে দেন।

ওয়ালিয়ার রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামানমনা, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুররহমান পপ্পু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি কামাল আজাদ পান্নু, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক চেয়ারম্যান আলমঙ্গীর হোসেন আলম, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদকমাহমুদুর রহমান শেখর প্রমুখ।

এ সময় ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের ১১জন মৃত সদস্যের পরিবারের মাঝে নগদ ৮ লাখ ৬০ হাজার টাকা ও দুইজন অবসর প্রাপ্ত সদস্যকে ১ লাখ ৮০

অর্থ লোপাটের অভিযোগ কালীগঞ্জের এক প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে

জমি দান না করেও প্রধান শিক্ষিকের আশীর্বাদে দাতা সদস্য হলেন জীবন কুমার ঘোষ। ঘটনাটি ঘটেছে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বেজপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এতে এলাকা জুড়ে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকৃত জমিদানকারী পরিবারের উত্তরসূরী রবিউল ইসলাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এর অনুলিপি দিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের মহা-পরিচালক, খুলনা বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষার উপ-পরিচালক, ঝিনাইদহ দূর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালক ও কালীগঞ্জ উপজেলা ইউএনও সহ জেলার সকল প্রেস ক্লাব বরাবর।

লিখিত অভিযোগে জানা যায়, বেজপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে এস.এ.দাগ নং-৬১১, এস.এ খতিয়ান নং ১২০, বেজপাড়া মৌজার জমি দান করেন। কিন্তু তাদের পরিবারের কাউকে কখনোই দাতা সদস্য হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। বরং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিপ্রা রাণী সাহা এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার সেলিনা আক্তার বানু নগদ অথের বিনিময়ে জীবন কুমার ঘোষকে বারবার দাতা সদস্য হিসেবে অন্তভুক্ত করে সভাপতি নির্বাচিত করে থাকেন। কিন্তু আদৌ জীবন কুমার ঘোষের কোন জমি ওই বিদ্যালয়ে নেই বা দান ও করেরনি। তাহলে জীবন কুমার ঘোষ কিভাবে দাতা সদস্য নির্বাচিত হয়।

২০১১ সালে গঠিত ম্যানেজিং কমিটিতে জীবন কুমার ঘোষকে দাতা সদস্য করে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ২০১৪ সালে ম্যানেজিং কমিটিতে আবারও তাকে দাতা সদস্য করে সভাপতি করেন। সর্বশেষ ২০২১ সালের ম্যানেজিং কমিটিতে জীবন কুমার ঘোষকে অবৈধ ভাবে দাতা সদস্য করা হয়।

প্রধান শিক্ষক জীবন কুমার ঘোষকে সভাপতি নির্বাচিত করে তারা যোগসাজশে সরকারি অর্থ তছরূপ করেন। এর সাথে সহযোগিতা করেন সহকারী শিক্ষক সেলিম উদ্দিন। বিদ্যালয়ে প্রতি বছরে সরকারি অনুদান স্লিপ,ক্ষুদ্র মেরামত, রুটিন মেইনটেইন্স ও প্রাক-প্রাথমিকের জন্য বরাদ্ধ দেওয়া হয়, কিন্তু অবৈধ দাতা সদস্য ও সভাপতি এবং প্রধান শিক্ষিকা সরকারি অথের কাজ না করে টাকা ভাগাভাগি করেন নেন। একারণেই প্রধান শিক্ষক শিপ্রা রাণী সাহা বার বার অবৈধ ভাবে জীবন কুমার ঘোষকে দাতা সদস্য করে থাকেন।

রবিউল ইসলাম অভিযোগে উল্লেখ্য করেন, এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার সেলিনা আক্তার বানুর নিকট অভিযোগ দিলেও তিনি কোন প্রতিকার পাননি বরং দুর্ব্যবহার করে ক্ষমতার দাপট দেখান। প্রধান শিক্ষক শিপ্রা রাণী সাহা একই বিদ্যালয়ে প্রায় ২৯ বছর চাকরি করার সুবাদে তিনি আধিপত্য বিস্তার করেছেন। এ কারণে তিনি সাধারণ অভিভাবকদের সাথে প্রতিনিয়ত দূর্ব্যবহার করে থাকেন। সময়মত বিদ্যালয়ে হাজির হন না এবং সময়ের আগেই স্কুল ছুটি দিয়ে দেন।

লিখিত অভিযোগে আরো উলেখ করেন, দূর্নীতিবাজ শিক্ষা অফিসার সেলিনা আক্তার বানু এবং প্রধান শিক্ষক শিপ্রা রাণী সাহাকে বহিষ্কার করে বিভাগীয় মামলা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন দপ্তরে তিনি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

এবিষয়ে প্রধান শিক্ষক শিপ্রা রাণী সাহা বলেন, জীবন কুমার ঘোষের জমি না থাকায় তাকে বাদ দিয়ে আগষ্ট মাস থেকে শামসুল ইসলামকে দলিল অনুযায়ী দাতা সদস্য করা হয়েছে । বার বার জীবনকে দাতা সদস্য করে সভাপতি বানালেন কেন জানতে চাইলে তিনি কৌশলে এড়িয়ে যান।

কালীগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সেলিনা আক্তার বানু বলেন, আমি আমার জেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে কথা না বলে কিছু বলতে পারছিনা।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জাহাঙ্গীর আলমের সাথে মোবাইলে কথা বলা হলে এবিষয়ে তিনি বলেন, জমি না থাকলে কাউকে দাতা সদস্য বানানো যাবেনা । এই বিষয়ে একটি চিঠি দিয়েছি তারা আমাদেরকে জানালে আমরা তদন্ত করে দেখবো। দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

[redacted]

[redacted]